

গুরু-বাক্যই বেদ, গুরুর লীলাই ভাগবত, গুরু-ভাষণই গীতা। জয়গুরু মহানাম সর্ব মন্ত্র ও শাস্ত্রের সার।

গুরু গীতা

পার্শ্ববি বা আধ্যাত্মিক উভয় জীবনই গুরুর প্রয়োজন। কিন্তু সবার ভাগ্যে সংগুরুর সঙ্গ নেই, সংগুরুর শরণ পাওয়া যায় মহৎ সংকরমের মাধ্যমে। বহুজন সংগুরুর সন্ধানে ঘুরে বড়োয়, কিন্তু সংগুরুকে পতে হলে সঠিক পথে যেতে হবে। জীব আজ নানা সমস্যায় ভুগছে কিন্তু তা থেকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখতে পাচ্ছে না। এই সকল সমস্যার সমাধান আছে "গুরুগীতা গ্রন্থ"।

যারা সংগুরুর সঙ্গ পতে চায়, তাদের জন্য "গুরুগীতা গ্রন্থ" একটি পথ তৈরি করতে পারে।

"গুরুগীতা গ্রন্থটি" অতপ্রাকৃতিক শক্তিতে পূর্ণ, এই শক্তি জীবের মধ্যে নতুন শক্তি যোগায়।

গুরু পূজার দ্বারা আত্মার পাপ কর্ম বন্দিষ্ট হতে শুরু করে, যার ফলে জীবনে ইতিবাচকতা তৈরি হয়। গুরুগীতা পাঠে ও অনুসরণে নিজ আধ্যাত্মিক জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন ও উন্নতি দেখতে পাবেন।

পার্শ্ববি বা আধ্যাত্মিক উভয় জীবনই গুরুর প্রয়োজন। কিন্তু সবার ভাগ্যে সংগুরুর সঙ্গ নেই, সংগুরুর শরণ পাওয়া যায় মহৎ সংকরমের মাধ্যমে। বহুজন সংগুরুর সন্ধানে ঘুরে বড়োয়, কিন্তু সংগুরুকে পতে হলে সঠিক পথে যেতে হবে। জীব আজ নানা সমস্যায় ভুগছে কিন্তু তা থেকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখতে পাচ্ছে না। এই সকল সমস্যার সমাধান আছে "গুরুগীতা গ্রন্থ"।

যারা সংগুরুর সঙ্গ পতে চায়, তাদের জন্য "গুরুগীতা গ্রন্থ" একটি পথ তৈরি করতে পারে।

"গুরুগীতা গ্রন্থটি" অতপ্রাকৃতিক শক্তিতে পূর্ণ, এই শক্তি জীবের মধ্যে নতুন শক্তি যোগায়।

গুরু পূজার দ্বারা আত্মার পাপ কর্ম বন্দিষ্ট হতে শুরু করে, যার ফলে জীবনে ইতিবাচকতা তৈরি হয়। গুরুগীতা পাঠে ও অনুসরণে নিজ আধ্যাত্মিক জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন ও উন্নতি দেখতে পাবেন।

“গুরোর বচঃ সত্যমসত্যমন্যঃ-এ সংসারে কোন সত্যের বন্ধনে থাকাই পরম তত্ত্ব, পরমপদ, ইহা বই জগতে কিছুই নাই।”

“ভগবানকে পাওয়ার জন্য যদি প্রাণ কঁদে ব্যাকুল হয়, তবে নশ্চয় জানবে ভগবান
স্বয়ং তোমার সহায় হয়ে সদগুরু মলিয়াে দেবেন। □-----শ্রীশ্রীমৎ
ত্রলৈঙ্গ স্বামী।”

